

মনে আর ফনেঃ মানান কীর্তি

নারায়ণ দেবনাথ



প্রথম গর্ব



























নারায়ণ দেবনাথ



এবারে গাছটার
খুব লিচু হয়েছে
দেখছি! কিন্তু পাহারা
দিতে না পারলে সব
লোপাট হয়ে
যাবে।



নিজে তো পারবো না,
দেখি কেঁকটকে বলে যদি
রাজী করাতে পারি।



কেলু, আমার বাগানের লিচুগাছটার
এবার দেখছি খুব লিচু ধরেছে। কিন্তু পাহারার
ব্যবস্থা না করলে যে একটা লিচুও আর
গাছে থাকবে না -



-তাই বলছিলাম, তুমি যদি
নটে আর ফলটেকে সঙ্গে
নিয়ে পাহারা ব্যবস্থার
করতিস তাহলে নিশ্চিন্ত
হওয়া যেতো।

কোন চিন্তা
করবেন না স্যাম।
পাহারার ব্যবস্থা
করিছি। দেখবেন
লিচু তো দুবের
কথা, একটা
পাতাও কেউ
নিতে পারবে
না।



বুঝলি নটে আর ফলটে! স্যামের লিচুগাছ পাহারা
দেবার গুরু দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। সঙ্গে
সাহায্যকারী হিসেবে তোদের থাকতে
হবে, স্যামের নির্দেশ।



স্যামের নির্দেশ মানবো,
কিন্তু তোমার নির্দেশও
মানতে হবে না কি?

ওরে আমার নির্দেশই
স্যামের নির্দেশ আর স্যামের
নির্দেশই আমার নির্দেশ
বলে জামবি!









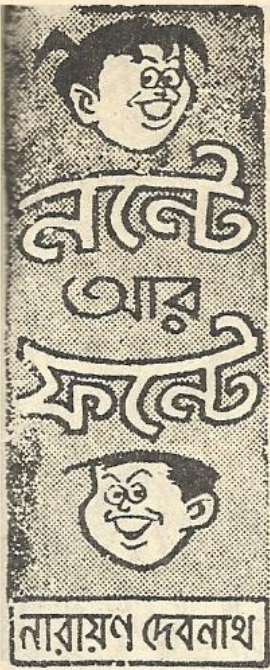




নারায়ণ দেবনাথ







ওরে বাবাবে! যে ঘরে আগুন ধরেছে,
ঐ ঘরে একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। হায়
উগবান এখন কি হবে?



সে কি? শিগগির
ওকে বার করে
আনুন।

কিন্তু দরজায় যে
চাবি লাগানো, আর
চাবিটাই পাচ্ছি না।
দমকল আসতে
আসতে বিছানায়
যদি আগুন ধরে
যায়। কেন ঘরতে
চাবি বন্ধ করেছিলুম,
ওঃ হো-হো!



গাবড়াবেন না।
ঐ জানলা দিয়ে
আমি ওকে বের
করে আনছি।



জাবাজ, নটে
চুকতে পেরেছে!



এনেছিস? শুভ!
এবার ডালটা ধরে
ঝুলে পড় নটে!
আমি তোকে ঠিক
ক্যাচ লুফে
নেবো।

অলরাইট!
ঠিক ধরিস
কিন্তু ফর্টে!



উফ!

মরেচে!



ছুটো আম খাচ্ছিল বলে তখন
যা তা বলেছি, অথচ তোদের
জন্মেই ওকে আবার
ফিরে পেলুম।



একটু পরে
তুই ইচ্ছে করে
আমার নাকের
ওপর পাড়েছিস।
আমি তোকে—

ক্যাচ ধরবার নাম
করে ফেলে দিয়ে
এখন চালাকি!
তোকে—



খবদার ফর্টে!
মেরেছিস কি
মেরেছি।

খবদার!
মেরেছিস কি
আমিও
মেরেছি।



নাটক আরম্ভের কিছু আগে

তোরা তৈরি হ। একটু
পরেই তোদের গদা
যুদ্ধের দৃশ্য

আমরা তৈরি
স্যার! খালি
চুলটা পরে
নেবো।

গদাযুদ্ধের দৃশ্য

আরে, আরে দুরাতার—
পাঠাইব আজি তোরে
যমুন সন্দনে!

বুঝা তোর আস্থালন মধ্যম
পাণ্ডব, দেখা যাবে বাছ তোর
কত শক্তি ধরে!

গদাঘাতে চূর্ণ হবে
করি এবে তোরে—
উফ!

হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় পেয়ে
গেলি ওরে মধ্যম পাণ্ডব—
বাপরে!

বাবারে! খেয়ে
ফেললে রে!

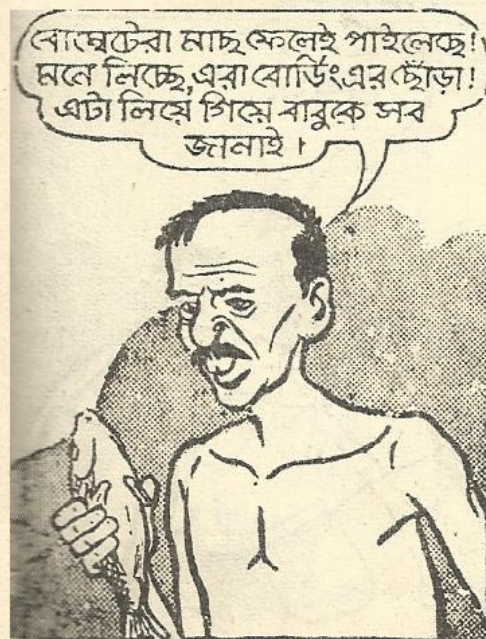
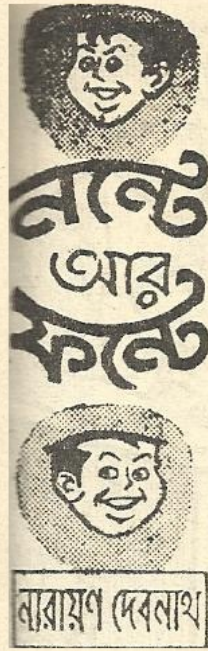
দাদারে, জুলে
গেলো রে!

ওরে কে কোথায়
আছিস, মবনিকাটা
ফেলে দে!

হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ!
হোঃ হোঃ!

বলটে! আমার জেনাবাহিনী
কি রকম পরাক্রম দেখালো
বলতো?

সত্যি ফলটে,
তুলনা নেই!















নারায়ণ দেবনাথ

কি রে নটে!
কদিন ধরে তোর
যে পাতাই নেই!



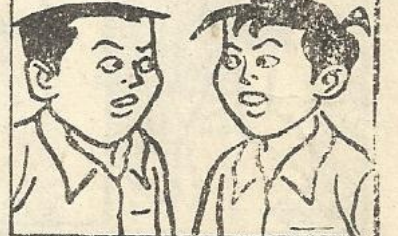
আর বলিস নে মাইরি!
বাড়িতে গুরুদেব এসে
লাইফ একেবারে হেল



করে দিলে
রে! রোজ
চর্ব-চোষা
খ্যাটাচ্ছে
আর
আমাকে
দিয়ে গা,
হাত-পা
টেপাচ্ছে!

বলিস
কি রে!

ইগারে ভাই!
বাড়ির ঠ্যাঙানির
ডয়ে মুখ বুজে
সব করি।



ডেরে যে একটা প্ল্যান বের করবো
সেই চান্সও পাচ্ছি না



বৎস
নকু!

জ্বালালে
মাইরি! চল না
বাবাজীকে দেখে
আজবি—
যাই প্রভু!

ইটি কে? মিত্র! বাঃ! নাম
কি? ফকু! বেশ বেশ!
তোমরা দুই মিত্রতে পালনা
করে আমার
গাত্র মর্দন
করবে।



বৎস নকু! অগ্রে তুমি মর্দন
আরম্ভ কর। এখন এক ঘটিকা,
অপরাস্তিন ঘটিকা থেকে ফকু
মর্দন আরম্ভ করবে।



আচ্ছা
প্রভু!

মর্দন করাচ্ছি
প্রভু!





নটে-ফটের জন্ম কোথায় ? কেমন সে রাঙা গল্প

সুদীর্ঘ দুইদশক পূর্বের এক শারদপ্রাতে চমকে উঠেছিলেন বাংলার সাহিত্যিক, শিল্পী, গদ্যজনবন্দ। আর বাঁধাঙা আনন্দে উন্মেল, উচ্ছ্বাসিত হয়েছিলেন বাঙালী কিশোর সমাজ। প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই : “নতুন যুগের উন্মোচন ঘটল।” প্রথম আত্মপ্রকাশ কিশোর-কিশোরীদের একেবারে নিজস্ব মুখপত্র—



কিশোর ভারতী • সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তারপর থেকে সুদীর্ঘ দুইদশক ব্যাপী চলেছে তার সুদীর্ঘ পথ। বিস্ময়কর এ পরিবার পথপরিভ্রমায় এসেছে উত্তাল ঝঞ্ঝা-কলহ। কিন্তু কিশোর ভারতী নিজস্ব নীতি ও আদর্শের প্রসারিত আপোসহীন অবিচল। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কী তার নীতি?

কিশোর ভারতী চায়, অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে এমন সব আশ্চর্য বিষয় তার কাছে, তুলে ধরতে যা পড়ে তাদের মধ্যে জাগবে দূরন্ত কৌতূহল ও জ্ঞানের অপরিণত প্রনারিত ও স্বচ্ছ হবে দৃষ্টির দিগন্ত। সে চায় তার বন্ধুদের এমনভাবে প্রস্তুত করে দেয় জীবনসংগ্রামে তারা হয় অপরায়ে, ক্ষুধার ইস্পাতের মতো দৃঢ় ও দূর্বীর।

কি থাকে কিশোর ভারতীতে ?

এক কথায় বলা মুশকিল। কি থাকে না সেখানে ? বিখ্যাত এক দৈনিক পত্রিকার বলেছিলেন : “যা নেই ভারতে, তা আছে কিশোর ভারতীতে।”

কিশোর ভারতীতে থাকে সু-সম্পাদিত অজস্র গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধ, বিজ্ঞান-রহস্য-অভিযান-বিপ্লব ইত্যাদি নানান রসের ও স্বাদের ; এবং ছবিতে ভরা ছড়া-কবিতার কয়েক আছে নটে-ফটের মতো একাধিক মনভরানে ছবিতে গল্পও।

শুধু কি তাই, কিশোর ভারতীতে মিলবে এমনসব আশ্চর্য বিভাগ, যা তার একেবারে কোথাও নেই, পাবেও না। যেমন,—বন্ধুদের অজস্র প্রশ্নের সওয়াল জবাব, হাতে-কলমে বন্ধু নিজে করে, মাথা খাটাবার ধাঁধা ছেঁয়ালি ও লেখা ছবি পাঠাবার পাঠক-পাঠিকার আসর দেবার দৃষ্টিকোণ।

এছাড়া আছে মানুষের ‘মানুষ’ হওয়ার কাহিনী, এই পৃথিবীর গল্প অপরাধ-স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বাধীনতার স্বপ্ন, কৃষকের জবাব দাও, সিনেমার তাজ্জব খবর ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাস, ছবিতে ভরা খেলাধুলো, পল্লীকথা গ্রাম থেকে গ্রামে ইত্যাদি অজস্র-অসংখ্য বিভাগের চোখধাঁধানে সমাবেশ।

আরও আছে প্রতিসংখ্যায় শিহরণজাগানো মতো ঘটনা অবলম্বনে রুদ্ধশ্বাস প্রচ্ছদ এবং নানা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার।

যেসব বন্ধুরা বিষয় খোঁজে, চায় দামী ও দূরন্ত লেখা পড়ে মন ভরাতে, জ্ঞান তাদের অনুরোধ—একবার যাচাই করে চটবে ভুলো না। প্রতি সংখ্যার দাম মাত্র